স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি)

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা

মে ২০১৭

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা

১	ভূমিকা	৩
১.১	আরটিআইপি-২ প্রকল্পের পটভূমি	৩
১.২	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য	৪
১.৩	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন ও অবমুক্তকরণ	৪
২.	প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবস্থানচিত্র	৬
২.১	উপজেলা সড়ক সংলগ্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামসমূহ	৭
২.২	স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ওপর উপজেলা সড়কটির প্রভাব	৯
৩.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নীতিমালা	১০
৩.১	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা	১০
৩.২	প্রকল্পের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন নীতিমালা	১০
৩.৩	প্রকল্পের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা	১১
৩.৪	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জন্য অভৌত উন্নয়ন বিষয়সমূহ	১২
৪.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়নে পরামর্শসভা	১৩
৪.১	সামাজিক উন্নয়নে পরামর্শসভা	১৩
৪.২	অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনাসভা	১৩
৪.৩	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের সঙ্গে পরামর্শ প্রক্রিয়া	১৪
৫.	ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়া	১৫
৫.১	ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়া	১৫
৫.১.১	ক্ষোভ পেশ এবং সময়সীমা	১৫
৫.১.২	শুনানী এবং সিদ্ধান্ত	১৫
৫.১.৩	ডকুমেন্টেশন এবং রিপোর্টিং	১৫
৬.	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	১৬
৬.১	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	১৬
৬.২	বাস্তবায়ন সিডিউল	১৭
৬.৩	উন্নয়ন বাজেট	১৯
৭.	পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন	২১
৭.১	পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা	২১
৭.২	স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ পরিবীক্ষণ	২১
৭.৩	রিপোর্টিং	২১

টেবিল

টেবিল নং	টেবিল বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
টেবিল-১	প্রকল্প এলাকায় ছয়টি জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা	৬
টেবিল-২	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে পানীয় জল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	১৮
টেবিল-৩	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা (টিপিডিপি) বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সময়সূচি	১৯
টেবিল-৪	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা (টিপিডিপি) ও উন্নয়ন বাজেট	২০

সংযোজনী

সংযোজনী নং	সংযোজনী বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
সংযোজনী-১	প্রাক-টিপিডিপি পরামর্শ সভার কার্যবিবরণী	২৩
সংযোজনী-২	অঞ্চল-১ : প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা	২৯
	অঞ্চল-২ : প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা	৩০
সংযোজনী-৩	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা	৩১

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভূমিকা:

১.১ আরটিআইপি-২ প্রকল্পের পটভূমি:

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (আরটিআইপি-২) বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৬টি জেলায় ৪৫০.৩৭ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ৪১০.৮৯ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন করা হচ্ছে, ৪০০০.৮৫ কিলোমিটার উপজেলা এবং ইউনিয়ন সড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ ও পারফরমেন্স বেইজ মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট (পিবিএমসি)'র আওতায় ৪৪৫.০৭ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও ৪৬.৯০ কিলোমিটার নদীপথ খনন করা হচ্ছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের অধীনে ৩৭টি গ্রোথ সেন্টার মার্কেট ও ১০টি জেটি বা ঘাটের উন্নয়ন কাজ চলছে। গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সহায়ক অবকাঠামো গড়ে তুলতে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সড়ক নির্বাচন, উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ (বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী) নিশ্চিত করা হয়েছে।

আরটিআইপি-২ প্রকল্পটি তিনটি পর্যায়ে পাঁচ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে এলজিইডি'র নীতিমালা হলো, যথাসম্ভব ভূমি অধিগ্রহণ ও উচ্ছেদ থেকে বিরত থাকা এবং বিদ্যমান ভূমিতে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা। তথাপিও কিছুসংখ্যক উপজেলা সড়ক উন্নয়নে ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ এবং কিছুসংখ্যক বৈধ ও অবৈধ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন হচ্ছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৪৬টি উপজেলা সড়কের (২৯৯.৭ কিলোমিটার) উন্নয়ন কাজ কোনো প্রকার ভূমি অধিগ্রহণ বা উচ্ছেদ ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫টি জেলায় ৩৬টি উপজেলা সড়কের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়নি অথবা অধিগ্রহণের পরিমাণ সংকুচিত করা হয়েছে। এই পর্যায়ে কিছু উপজেলা সড়ক রয়েছে যেখানে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়নি; তবে ঐসব উপজেলা সড়কে কিছু জনবসতি রয়েছে যারা ব্যক্তিগত ভূমিসীমা অতিক্রম করে সরকারি (সড়কের) ভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছে। উপজেলা সড়কের উন্নয়ন কাজের জন্য এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের সরকারি ভূমি থেকে নিজ নিজ ভূমি পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে অনুপ্রবেশকৃত অংশে অনুপ্রবেশকারীগণ যে স্থাপনা নির্মাণ বা বৃক্ষরোপন করেছিল তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সামাজিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে প্রকল্প কর্তৃক সোস্যাল ইমপ্যাক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এসআইএমপি) শিরোনামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের যেসব সড়ক উন্নয়নে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন আছে সেসব উপ-প্রকল্পে সামাজিক সমস্যা নিরসন এবং পুনর্বাসনের জন্য সোস্যাল রিস্টেলমেন্ট এ্যাকশান প্ল্যান (এসআরএপি) শিরোনামে প্রকল্প কর্তৃক আরেকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে উপজেলা সড়কসমূহের জন্য প্রণীত এসআইএমপি ও এসআরএপি বাস্তবায়নাধীন। আরটিআইপি-২ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে ২৯টি উপজেলা সড়কের উন্নয়ন কাজ চলছে; এরমধ্যে চারটি উপজেলা সড়কের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে।

২০১১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী আরটিআইপি-২ প্রকল্পের বিভিন্ন জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোক বসবাস করে। প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী প্রধান পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হলো- গারো, কোচ, বর্মন, মারমা এবং হাজং। আরটিআইপি-২ প্রকল্প এলাকায় সড়ক বা অন্য কোনো উপ-প্রকল্প উন্নয়নের ফলে কোনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উচ্ছেদ বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন করা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ সমাজে অনগ্রসর অংশ। সুতরাং, আরটিআইপি-২ প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। আরটিআইপি-২ প্রকল্পের উপ-প্রকল্পসমূহে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উন্নয়নের লক্ষ্যে এ উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনাটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্প এলাকায় যেসব সড়ক এবং অন্যান্য উপ-প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ চলছে এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ বসবাস করে তাদের ওপর যেন নেতিবচাক প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করা। এছাড়াও এই পরিকল্পনাটির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির অনুকূল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

১.৩ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা: অনুমোদন এবং অবমুক্তকরণ

এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনাটি এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। এলজিইডি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য বিশ্বব্যাংককে পেশ করেছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনাটি বিশ্বব্যাংক ও সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন লাভের পর এলজিইডি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। পরিকল্পনাটি অনুমোদনের পর এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য বাংলায় (যেহেতু প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বাংলা পড়তে পারেন) অনুবাদ করে এলজিইডি ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হবে। এ পরিকল্পনাটি বিশ্বব্যাংকের ইনফোশপও এ উন্মুক্ত করা হবে।

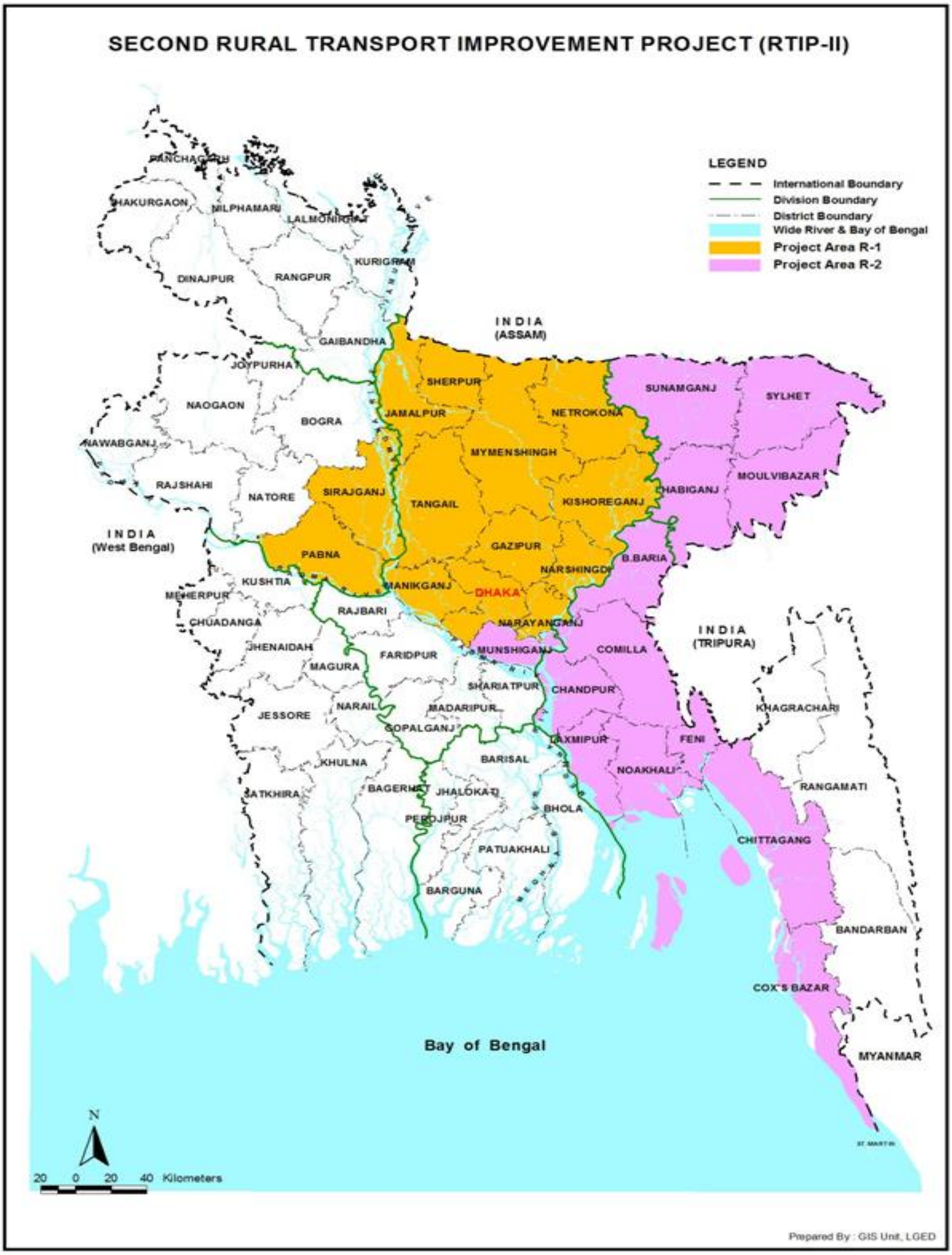

মানচিত্রে আরটিআইপি-২ প্রকল্প এলাকা

২. প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবস্থাচিত্রঃ

প্রকল্প এলাকার ২৬টি জেলায় ২০টি বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা প্রায় ১৫০,০০০। প্রকল্প এলাকায় পাঁচ ধরনের ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীর লোক বাস করে। প্রকল্প এলাকায় সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীটি হচ্ছে গারো এবং ছয়টি জেলায় তাঁদের সংখ্যা ১২,০০০। প্রকল্প এলাকার ২৬টি জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবস্থান সংযোজনী-২ তে তুলে ধরা হলো। নিম্নে প্রকল্প এলাকার যে ছয়টি জেলায় অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ বসবাস করে তার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো-

টেবিল-১ : প্রকল্প এলাকার ছয়টি জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা

জেলা	উপজেলা	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা						মোট জনসংখ্যা
		গারো	কোচ	বর্মন	মারমা	হাজং	মোট	
নেত্রকোনা	কলমাকান্দা	৮,২৩১	-	-	-	৩,১৭২	১১,৪০৩	২৭১,৯১২
টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	-	২,৩৪১	১,২০৪	-	-	৩,৫৪৫	৪১৭,৯৩৯
	মির্জাপুর	-	৪০৯	-	-	-	৪০৯	৪০৭,৭৮১
	সখিপুর	-	২,৫৪৪	১,২৩৫	-	-	৩,৭৭৯	২৭৭,৬৮৫
গাজীপুর	কালিয়াকৈর	-	২,৪৬৩	৩,১৫০	-	-	৫,৬১৩	৪৮৩,৩০৮
	শ্রীপুর	-	২৫৮	৯১৯	-	-	১,১৭৭	৪৯২,৭৯২
শেরপুর	ঝিনাইগাতি	৩,০৪০	৬৫৯	-	-	-	৩,৬৯৯	১৬০,৪৫২
ময়মনসিংহ	ফুলপুর	৮৭৭	-	৬০২	-	-	১,৪৭৯	৪৪৮,৪৬৭
চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	-	-	-	২,৫২৬	-	২,৫২৬	৩৩৯,০০৪
	মোট	১২১৪৮	৮০১৫	৭,৭৬৯	২,৫২৬	৩,১৭২	৩৩,৬৩০	৩,২৯৯,৩৪০

নিম্নে প্রকল্প এলকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক তথ্যচিত্র-

গারোঃ

প্রকল্প এলাকায় বৃহত্তর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হলো গারো সম্প্রদায়। গারো নৃ-গোষ্ঠী ভারতের মেঘালয় এবং বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, শেরপুর এবং সিলেট অঞ্চলে বসবাস করে। গারোদের বৃহত্তর অংশ খ্রীস্টান ধর্মালম্বী এবং ক্ষুদ্র অংশ এখনও সনাতন ধর্মাবলম্বী। তাদের রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদির লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। ঐতিহ্যগতভাবে তাদের রীতিনীতি মৌখিকভাবে বংশ পরম্পরায় রক্ষা হয়ে আসছে। বিশ্বে যে অল্প কয়টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলছে তারমধ্যে গারো নৃ-গোষ্ঠী অন্যতম।

গারোদের মূল শস্যদানা খাবার হচ্ছে ভাত। তারা বজরা, ভূট্টা, কাসাভা ইত্যাদিও খেয়ে থাকে। তারা হাঁস-মুরগি, ছাগল ও শুকর ইত্যাদি পালন করে এবং সেগুলোর মাংস খায়। তাদের খাদ্য তালিকায় মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, শামুক ও শুটকি মাছ থাকে। তারা শস্যক্ষেত্র থেকে ও পাহাড়ে জুম পদ্ধতির চাষাবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য ও সবজি উৎপাদন করে। বাঁশের অঙ্কুর তাদের একটি প্রিয় খাদ্য। তবে বর্তমানে তাদের কৃষি ব্যবস্থা ঐতিহ্যগত জুম চাষের উপর নির্ভরশীল নয়। তারা বর্তমানে সমতলে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করছে। তাদের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভরশীল। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় চাকরি তাদের আয়ের অন্যতম উৎস।

গারোদের মূল উৎসব কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাদের অন্যতম উৎসব ওয়াংলা সাধারণতঃ অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাসে উদ্‌যাপিত হয়।

কুচঃ

কুচ-রাজবংশী (কুচরাজবংশী এবং কুচবিহারী নামেও পরিচিত) মূলতঃ কুচবিহারের একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নেপালে, ভারতের আসামে, পশ্চিমবঙ্গে, মেঘালয়ে, বিহারের কৃষাণগঞ্জে ও বাংলাদেশের কোথাও কোথাও বসবাস করে। কোচরা মূলতঃ হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

২.২ উপজেলা সড়ক সংলগ্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামসমূহঃ

আরটিআইপি-২ শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলায় ঝিনাইগাতি জিসি-নতুন বাজার বর্ডার রোড ভায়া বাকাকুড়া বাজার সড়ক (SHE/UZR-28) উন্নয়ন করছে। এ উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্প সংলগ্ন পাঁচটি গ্রামে লোক অধিক সংখ্যাক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোক বসবাস করে। উপজেলা সড়ক সংলগ্ন গ্রামগুলো হলো বাকাকুড়া, ডেফলাই, পানবর, ভালুকা ও ঝুকাকুড়া (দুধনই)। এ পাঁচটি গ্রামে মোট ৬৫৮টি খানায় তিন হাজার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোক বাস করে। মূলতঃ গারো এবং কুচ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোক এসব গ্রামে বসবাস করে। গারো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী এবং কুচ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এসব গ্রামে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার হার শতকরা ৮০ ভাগের অধিক। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করে এমন কয়েকটি গ্রামের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো-

বাকাকুড়া :

উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পটি পার্শ্বস্থ যে গ্রামগুলিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করে তার মধ্যে বাকাকুড়া বৃহত্তম। এই গ্রামে ৫০০টি খানায় প্রায় এক হাজার সাতশত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করে। বাকাকুড়া বাজারটি উপজেলার বৃহত্তম বাজার। বাকাকুড়ায় একটি গীর্জা বা চার্চ আছে। গীর্জা,

বাকাকুড়া কমিউনিটি সেন্টারের বর্তমান চিত্র

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি কমিউনিটি সেন্টার একই প্রাঙ্গনে অবস্থিত। এই কমিউনিটি সেন্টারটি ওয়ার্ল্ড ভিশন নামক একটি এনজিও কর্তৃক নির্মিত। এছাড়াও বাকাকুড়া গ্রামে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ব্র্যাক এনজিও কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

ডেফলাই

উপজেলা সড়কটির পার্শ্বে ডেফলাই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকজন অধ্যুষিত দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রাম। এই গ্রামে ৯০টি খানায় ৯০০ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোক বাস করে। গ্রামটিতে একটি গীর্জা, একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কারিতাস (এনজিও) কর্তৃক পরিচালিত একটি স্কুল আছে। গ্রামটিতে গারো, হাজং এবং কুচ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকের বাস। ডেফলাই গ্রামে একটি বড় গ্রামীণ বাজার আছে যেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকরই মূলতঃ ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

পানবর

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিক সংখ্যায় লোক বসবাস করে এমন আরেকটি গ্রাম হল পানবর। এ গ্রামে ৩০টি খানায় ২৫০ জন বাস করে। ধানশাইল বাজার থেকে একটি গ্রামীণ রাস্তা এসে পানবর গ্রামে উপজেলা সড়কটির সঙ্গে মিশেছে। গারো এবং কুচ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোক গ্রামটিতে বসবাস করে। উপজেলা সড়কটি উন্নয়নের পূর্বে গ্রামটি উন্নত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। পানবর গ্রামের অধিকাংশ জনগণ কৃষিজীবী। ধানশাইল বাজার থেকে গ্রামীণ রাস্তাটি এসে পানবর গ্রামে যেস্থানে উপজেলা সড়কটির সাথে মিশেছে সেখানে জনসমাগম বেশি এবং এটি একটি ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠেছে।

ভালুকা

উপজেলা সড়কটির পার্শ্বে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ অধিক সংখ্যায় বসবাস করে এমন আরেকটি গ্রাম হল ভালুকা। এই গ্রামে চল্লিশটি খানায় ৩৩০ জন বাস করে। ভালুকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। উপজেলা সড়কটি উন্নয়নের পূর্বে গ্রামটি উন্নত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশই কৃষি ও চাকরিজীবী।

ঝুকাকুড়া

এই গ্রামে পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ২০ জন বাস করে। ঝুকাকুড়ায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা মূলজনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাস করে।

২.৩ স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ওপর উপজেলা সড়কটির প্রভাব :

ভূমি অধিগ্রহণের কারণে উন্নয়ন কাজে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্ট হয়। তবে উপজেলা সড়কটি উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিক সংখ্যক জনগণ বসবাস করে এমন কোনো এলাকা থেকে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। উপজেলা সড়কটি উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোনো বসতি উচ্ছেদ করার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিঘ্নিত বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ কোনো স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা আয়ের উৎস নষ্ট হয় এমন কোনো কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়নি। উপজেলা সড়কটি উন্নয়নের ফলে স্থানীয় জনগণের ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। তবে কিছু কিছু সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে যেমন- ধূলি ও শব্দ দূষণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এসব অসুবিধা সৃষ্টি হলে প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা প্রশমন করা হবে।

এটি দৃশ্যমান যে, প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাসরত এলাকায় কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না । প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আরটিআইপি-২ একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে পরামর্শও করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

৩. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নীতিমালা

৩.১ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কীত বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা হচ্ছে, উন্নয়ন কার্যক্রমের সময় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মর্যাদা, মানবিক অধিকার, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতির মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। বিশ্বব্যাংক কেবল ঐ সব প্রকল্পে অর্থায়ন করে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে পূর্বেই মুক্ত আলোচনা করা হয়। , তাদের প্রকল্পের অনুকূল-প্রতিকূল প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয়দের জনগোষ্ঠীর সমর্থন নেওয়া হয়। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নের জন্য বিবেচিত প্রকল্পসমূহকে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়- ক) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকদের উপর মন্দ প্রভাব পড়তে পারে প্রকল্প কর্তৃক এমন কাজ থেকে বিরত থাকা; খ) যেখানে মন্দ প্রভাব থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয় না সেখানে মন্দ প্রভাব কমিয়ে আনা, তা প্রশমিত করা এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকৃত প্রকল্পসমূহে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য আর্থ-সামাজিক উপকারিতা এমনভাবে নিশ্চিত করতে হয় যেন তা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য সাংস্কৃতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, নারী-পুরুষ ভেদে সমতাপূর্ণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও উপকারী হয়।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকদের বোঝায় যারা অন্যদের থেকে আলাদা, অরক্ষিত এবং বিশিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন-

- যারা নিজেদের একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বলে বিবেচনা করে এবং অন্যরাও এই বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে;
- যারা বিশিষ্ট ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থায় একত্রে বসবাস করছে অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রকল্প এলাকায় বসবাস করছে এবং উক্ত বসবাসরত এলাকার বা অঞ্চলের প্রাকৃতিক উৎসকে সমবেতভাবে ব্যবহার করছে;
- সমাজের উপর প্রধান প্রভাবকারী মূল জনগোষ্ঠী থেকে যাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (institution) বা বিধান ভিন্ন;
- যাদের একটি নৃ-গোষ্ঠীয় ভাষা আছে যা সাধারণতঃ জাতীয়/আঞ্চলিক ভাষা থেকে পৃথক হয়ে থাকে।

বিশ্বব্যাংকের OP 4.10 অনুযায়ী বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলি ইনডিজিনিয়াস হিসেবে স্বীকৃত।

৩.২ প্রকল্পের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন নীতিমালা

বিশ্বব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক আরটিআইপি-২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রকল্পের কাজের মন্দ প্রভাব দূরীকরণে বা প্রশমনে এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। এলজিইডি প্রকল্প নির্বাচন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের অনুমোদনকৃত নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করছে:

- উপ-প্রকল্প নির্বাচনে, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণের এবং তাদের সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

- প্রকল্পের কাজের সম্ভাব্য মন্দ প্রভাব নিরূপনে এবং মন্দ প্রভাব দূরীকরণে বা প্রশমনে বিকল্প পন্থা নির্বাচনের জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে উপ-প্রকল্পের সোস্যাল স্ক্রীনিং করতে হবে;
- যেখানে মন্দ প্রভাব দূরীকরণে বা প্রশমনে বিকল্প নির্বাচন করা সম্ভব নয় এবং মন্দ প্রভাব এড়ানোও সম্ভব নয় সেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ এবং তাদের সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞদের নিয়ে প্রকল্পের প্রভাব নিরূপন করতে হবে।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠন, সুশীল সমাজ সংগঠন যেমন এনজিও, সমাজভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও) প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রকল্পের প্রভাব নিরূপন এবং প্রভাব প্রশমনে কার্যকর বিকল্প পন্থা নিয়ে আলোচনার আয়োজন করতে হবে।
- যেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রকল্পের কাজকে তাদের জন্য অনুকূল মনে করে না সেখানে উপ-প্রকল্প নির্বাচন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আরটিআইপি-২ প্রকল্প সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনায় সোস্যাল ইমপ্যাক্ট ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (এসআইএমএফ) প্রণয়ন করেছে। উক্ত এসআইএমএফ এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে নীতিমালা ও গাইডলাইন দেওয়া আছে।

৩.৩ প্রকল্পের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা

এলজিইডি আরটিআইপি-২ কর্তৃক উন্নয়নকৃত উপজেলা সড়কের পার্শ্বে ছয়টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামের জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ অর্ন্তভূক্ত করার সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে।

ক্রমিক	উন্নয়ন উপকরণসমূহ	একক	সংখ্যা	স্থান
১।	কমিউনিটি সেন্টার	সংখ্যা	১	বাকাকুড়া
২।	মহিলা শপিং সেন্টার	সংখ্যা	১	ঢাকাই মোর, বাকাকুড়া
৩।	যাত্রী ছাউনী	সংখ্যা	৪	দুধনই, পানবর, ঢাকাই মোর, ডেফলাই
৪।	নিরাপত্তা দেয়াল	মিটার	১১৯ মিঃ	গুরুচরণ দুধনই উচ্চ বিদ্যালয়
৫।	সাব-মারসিবল চাপকল	সংখ্যা	৮	দুধনই-১, পানবর-১, ঢাকাই মোর-১, বাকাকুড়া-১, ডেফলাই-১, ভালুকা-১, এবং ছোট গজনী-২

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রত্যাশা করা হয়েছে যে, এসব উন্নয়নের ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। পাশাপাশি মূলধারার জনগোষ্ঠীও উপকৃত হবে। প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়ন উপকরণসমূহ থেকে উপকার ভোগকে মূলধারার জনগোষ্ঠীকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন।

৩.৪ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য অভৌত উন্নয়ন বিষয়সমূহ

প্রকল্পের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এবং তাদের প্রতিনিধিগণদের পরামর্শ সভায় এবং ক্ষোভ নিরসন কমিটিতে (Grievance Redress Committee) অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিভিল কাজ চলার সময় তাদের অংশগ্রহণ বিদ্যমান থাকবে।

৪. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়নে পরামর্শসভা

৪.১ সামাজিক উন্নয়নে পরামর্শসভা

উপ-প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়নে আরটিআইপি-২ প্রকল্পের নীতিমালা, উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি অবহিত করার জন্য ২৫ জুলাই, ২০১৬ তারিখে স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে এক সামাজিক পরামর্শসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত পরামর্শ সভায় প্রায় আটশত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোক অংশগ্রহণ করেন। পরামর্শ সভায় বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সিনিয়র সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট, সিনিয়র সোসিওলোজিস্ট, আরটিআইপি-২, এলজিইডি অফিসের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্পের রিজিয়ন-১ ও ২ এর রিসেটেলমেন্ট স্পেশিয়ালিস্টগণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ তাদের সামাজিক উন্নয়নে উপজেলা সড়কটির সুফল এবং অধিকতর সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রতি তাদের প্রত্যাশার কথা আলোচনা করেন। পরামর্শসভায় উপস্থিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ তাদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত বিষয় তুলে ধরেন তা ছিল নিম্নরূপঃ

- একটি নতুন কমিউনিটি সেন্টার তৈরি অথবা বর্তমানে যে কমিউনিটি সেন্টার আছে তা সংস্কার করা;
- শুষ্ক মৌসুমে পানীয় জলের কষ্ট লাঘবে চাপকলের ব্যবস্থা করা;
- নারী ব্যবসায়ীদের জন্য মহিলা শপিং সেন্টার তৈরি করা;
- জলব্রীজ (কজওয়ে) এলাকায় জলাবদ্ধতার অবসান করা;
- ঢাকাই মোরের নিকটে মসজিদের পার্শ্বে ভরাট হওয়া নালাটি পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করা;
- উপজেলা সড়কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাত্রী ছাউনির ব্যবস্থা করা;

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত পরামর্শসভা ও পরবর্তী কার্যক্রমের বিবরণ সংযোজনী-১ এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

৪.২ অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা সভা

বাকাকুড়া স্কুল প্রাঙ্গনে ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে এক অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা সভায় স্থানীয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শতাধিক লোকজন, আরটিআইপি-২ প্রকল্পের সিনিয়র সোসিওলোজিস্ট, সোস্যাল সাইন্টিস্ট কাম রিসেটেলমেন্ট স্পেশিয়ালিস্ট, এমএসসি, প্রকল্পের উভয় রিজিয়নের রিসেটেলমেন্ট স্পেশিয়ালিস্টগণ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনপ্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের স্থাপতি প্রস্তাবিত কমিউনিটি সেন্টার ও মহিলা শপিং সেন্টারের খসড়া

নক্শা ও পরিকল্পনা পেশ করেন। উক্ত পরিকল্পনায় অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মতামত পেশ করেন ও চূড়ান্ত পর্যায়ে তা অনুমোদন করেন।

একইসঙ্গে, মহিলা শপিং সেন্টারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য জলব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় আরও একটি অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রায় সত্তর জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন। তারা মহিলা শপিং সেন্টারের ব্যাপারে তাদের মতামত তুলে ধরেন। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা সভায় উপস্থিত প্রকল্পের প্রকৌশলী মহিলা শপিং সেন্টারের খসড়া নক্শা পেশ করেন। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা সভায় আলোচনার পর তা চূড়ান্ত করা হয়।

৪.৩ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের সঙ্গে পরামর্শ প্রক্রিয়াঃ

উপ-প্রকল্প ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ক্ষোভ নিরসন কমিটিতে (Grievance Redress Committee) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্যতম কাজ হচ্ছে নিয়মিত সভা আয়োজনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ, এবং তাদের নিকট উন্নয়নকৃত স্থাপনা বা উপকরণসমূহের পরিচালনা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা। সভার সকল কার্যক্রম এবং এলজিইডি'র কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ রেকর্ড করতে হয়। প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময় অব্যাহত রাখার জন্য রেকর্ড রক্ষা করা একটি অপরিহার্য কাজ।

৫. ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়া

৫.১ ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়াঃ

৫.১.১ অভিযোগ/ক্ষোভ পেশ এবং সময়সীমা

প্রকল্প কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত যে কেউ তার অভিযোগ সরাসরি অভিযোগ বাক্সে বা এসসিএম বুকে, ডাকযোগে বা ই-মেইলের মাধ্যমে জানাতে পারেন। সকল অভিযোগই উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার, এলজিইডি'র কার্যালয়ে কর্মরত কমিউনিটি অর্গানাইজারের (সিও) মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। উপ-প্রকল্পে সিভিল কাজ শুরু হওয়ার সর্বোচ্চ ১২ মাসের মধ্যে সামাজিক উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা যায়। এলজিইডি কমিউনিটিকে 'ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া' সম্পর্কে এসসিএম অবহিতকরণ সভায় (Disclosure) বিস্তারিতভাবে অবহিত করে। অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় শুনানির তারিখের কমপক্ষে পাঁচদিন পূর্বে অভিযোগ প্রদানকারীকে শুনানির তারিখ সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

৫.১.২ শুনানি এবং সিদ্ধান্ত

জিআরসি এবং এসসিসি তাদের নিজস্ব কার্যালয়ে মাসে অন্ততঃ একবার সভার আয়োজন করে। অভিযোগকারীকে লিখিতভাবে শুনানির জন্য লিখিতভাবে অবহিত করা হয়। কমিটি অভিযোগকারীকে যথাযথভাবে অভিযোগ বা ক্ষোভের বিষয় পেশ করা, নিরপেক্ষ শুনানি এবং সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করে। যদি জিরআরসি কোনো অভিযোগের নিরসন করতে ব্যর্থ হয় তবে জিআরসি উক্ত অভিযোগটি এসসিসিতে প্রেরণ করে। অভিযোগ প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে এসসিসিকে অভিযোগটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় এবং জিআরসিকে অবহিত করতে হয়। যদি অভিযোগকারী এসসিসির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন তবে তিনি এলজিইডি'র প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয়ে (PMU) জানাতে পারেন। এলজিইডি অভিযোগকারীর আবেদনটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক নিয়ুক্ত কর্মকর্তা অসমাধিত অভিযোগের বিষয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সমাধান হয়েছে এমন অভিযোগের ব্যাপারে অভিযোগকারী এবং জিআরসি/এসসিসি/ এলজিইডির মধ্যে সমঝোতা দলিল (Deed of understanding) স্বাক্ষর করতে হয়। শুনানির কোন না কোন পর্যায়ে অভিযোগকারীর সঙ্গে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এলজিইডি'র জন্য জরুরি। অবশ্য অভিযোগকারী জিআরসি-তে দায়েরকৃত কোনো অভিযোগের বিষয়ে সন্তুষ্ট হতে না পারলে বিশ্বব্যাংককেও অবহিত করতে পারেন।

৫.১.৩ ডকুমেন্টেশন এবং রিপোর্টিং

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অভিযোগ এসসিএম বুকে সরাসরি লিপিবদ্ধ করতে পারেন এবং ডাকযোগে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন। যে প্রক্রিয়াতেই অভিযোগ আসুক না কেন তা অভিযোগ রেজিস্টারে তুলতে হয়। প্রাপ্ত অভিযোগগুলোর মধ্যে যেসব অভিযোগ আমলে নেওয়ার যোগ্য তা ইনটেক রেজিস্টারে একটি কেস নাম্বার, অভিযোগকারীর নাম-ঠিকানা ও অভিযোগের বিবরণসহ রেকর্ড করতে হয়। শুনানির পর শুনানির তারিখ, তদন্তের তারিখ, জিআরসির সিদ্ধান্ত ও শুনানির ফলাফল রেজুলেশন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হয়। অভিযোগকারী জিআরসির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হলে অভিযোগকারীর সাথে জিআরসির মধ্যে একটি সন্তুষ্টি চুক্তি সম্পাদিত হয় আর অভিযোগটির মীমাংসা না হলে জিআরসি বিষয়টি এসসিসিতে প্রেরণ করে। জিআরসি অভিযোগটির শেষ অবস্থা ক্লোজিং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে।

অভিযোগ নিরসন একটি চলমান প্রক্রিয়া। জিআরসি এবং এসসিসি সকল নিষ্পত্তি বা অনিস্পত্তি হওয়া অভিযোগ বিষয়ে পিএমইউকে অবহিত করে এবং পিএমইউ সকল রেকর্ড সংরক্ষণ করে। পিএমইউ বিভিন্ন মেয়াদী রিপোর্টে (Periodic Report) ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি উল্লেখসহ এলজিইডি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে।

৬. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

৬.১ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

প্রকল্প পরিচালক আরটিআইপি-২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের (PMU) প্রধান। তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার তদারকি করেন। প্রকল্প পরিচালককে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর নিকট জবাবদিহি করতে হয়। প্রকল্প পরিচালককে নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (SIMP) এবং সামাজিক পুনর্বাসন পরিকল্পনা (SRAP) বাস্তবায়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যাতে ক্ষতিপূরণ তা নিশ্চিত করতে হয়। পিএমইউ-তে একজন সিনিয়র সোসিওলোজিস্ট আছেন যিনি ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, লিঙ্গসমতা ও বাস্তবায়র ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করেন। পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য এলজিইডির জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ কাজ করেন। এই ব্যাপারে জেলা পর্যায়ে এলজিইডি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, কমিউনিটি অর্গানাইজার (সিও)। প্রকল্প জেলা পর্যায়ে সোসিওলোজিস্ট ও সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এমএসসি'র সোস্যাল সাইন্টিস্ট কাম রিসেটেলমেন্ট স্পেশিয়ালিস্ট এবং ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন কনসালটেন্ট সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট/রিসেটেলমেন্ট স্পেশিয়ালিস্ট ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পিএমইউকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন।

ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন কনসালটেন্টের দায়িত্ব হলো পিএমইউকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন , বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিষয়ে সহযোগিতা করা। এই বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলী

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় সাধন করেন এবং জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করেন। প্রকল্পের সোসিওলোজিস্ট এবং এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার (সিও) এর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

পিএমইউ এর দায়িত্ব হলো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, মনিটরিং করা, মনিটরিং ডাটাবেজে ভূমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি মূল্যায়ণ ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্যদের তথ্য হালনাগাদ করা।

প্রকল্পের এসআইএসএফ এ উল্লেখিত নির্দেশনা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাস্তবায়নে অনুসরণ করা। এমএসসি ও ডিএন্ডএসসি'র দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে এলজিইডিকে সহায়তা করা।

৬.২. বাস্তবায়ন সিডিউল

এলজিইডি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন কাজের জন্য ঝিনাইগাতির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাক-টিপিডিপি কমিউনিটি কনসালটেশন এবং কনসালটেশনে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উত্থাপিত চাহিদার যথার্থতা যাচাইয়ের রিপোর্টকে বিবেচনা করেছে। এলজিইডি বাকাকুড়া গীর্জা স্কুলের পিছনে একটি কমিউনিটি সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরজন্য জমি ভূমি অধিগ্রহণ বা উচ্ছেদের প্রয়োজন নেই। এছাড়াও এলজিইডি স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকদের জন্য খাবার পানির ব্যবস্থা করতে সাতটি সাব-মারসিবল টিউবওয়েল স্থাপন এবং চারটি যাত্রী ছাউনি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এলজিইডি আশা করে যে, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ এবং মূলধারার জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কাজে উক্ত স্থানে মিলিত হতে পারবে ফলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হবে। সরকার ও বিভিন্ন এনজিও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সুযোগ পাবে। কমিউনিটি সেন্টারটি নির্মাণের ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ তাদের শিশুদের নিজস্ব ভাষা শিক্ষাদানের জন্য একটি স্থান পাবে।

পশ্চিম বাকাকুড়ায় একটি মহিলা শপিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে। এর ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীদের জন্য আয়ের উৎস সম্প্রসারিত হবে যা এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করবে।

উপ-প্রকল্প এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে পানীয় জলের প্রচণ্ড সঙ্কট দেখা দেয়। সাধারণ নলকূপে এ সময় পানি পাওয়া যায় না। এই সময়ে সাব-মারসিবল চাপকল নিরাপদ খাবার পানি উত্তোলনে সহায়ক হবে। আরটিআইপি-২ প্রকল্প ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত পাঁচটি গ্রামের আটটি স্থানে আটটি সাব-মারসিবল চাপকল স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বাকাকুড়া এবং ছোট গজনী ব্যতিত সাব-মারসিবল চাপকলের জন্য নির্ধারিত স্থানে ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বাকাকুড়া গ্রামে ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন করা হয়েছে এবং দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে আশা করা হচ্ছে। ছোট গজনী এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তির অপেক্ষায় এবং আশা হচ্ছে, প্রকল্পকালীন ছোট গজনী বিদ্যুৎ সংযোগ আওতায় আসবে। তাই, ছোট গজনীতে একটি সাধারণ চাপকল (hand tube well) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর বাকাকুড়া স্কুল প্রাঙ্গনে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ, ভিলেজ কাউন্সিল সদস্যগণ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যগণ, চার্চ কমিটির সদস্যগণ, ট্রাইবাল পিপলস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি উক্ত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় একশত। এলজিইডি অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করে যে, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তির উপর সাব-মারসিবল চাপকল স্থাপন নির্ভর করছে। সভায় অংশগ্রহণকারীগণ জানান যে, ইতিমধ্যে গুরুচরণ দুধনই, ভালুকা এবং ডেফলাই পয়েন্টে বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে এবং অন্যান্য স্থানেও শীঘ্রই বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাবে। সভায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকদের নির্বাচিত গ্রাম সংগঠন ভিলেজ কাউন্সিল সদস্যগণ সাব-মারসিবল চাপকল পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। কমিউনিটির লোকদের সম্মতিক্রমে সাব-মারসিবল চাপকল ও সাধারণ চাপকলের জন্য নির্বাচিত স্থানসমূহের নাম নিম্নের উল্লেখ করা হলো-

টেবিল- ২ : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে পানীয় জল সরবরাহের জন্য সাব-মারসিবল চাপকল এবং সাধারণ চাপকল স্থাপনের পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	চাপকলের জন্য প্রস্তাবিত স্থান	চেইনেজ	উপকারভোগী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী লোকদের সংখ্যা	বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা	চাপকলের ধরণ
১।	ডেফলাই, পিটার মার্কের বাড়ী	১৫৫০	৭০০	সরবরাহ আছে	সাব-মারসিবল চাপকল
২।	ভালুকা বাজার	২৭৩৫	৩৩০	সরবরাহ আছে	সাব-মারসিবল চাপকল
৩।	ভালুকা গীর্জা স্কুল	৫৮২৫	১২০০	সরবরাহ আছে	সাব-মারসিবল চাপকল
৪।	ঢাকাই মোর, শিমুলতলি মসজিদ	৬৭০০	১০০	সরবরাহ আছে	সাব-মারসিবল চাপকল
৫।	ওমেনস শপিং সেন্টার, পশ্চিম বাকাকুড়া	৬৯০০	৩০০	সরবরাহ আছে	সাব-মারসিবল চাপকল
৬।	পানবর, হারুন-অর-রশিদের বাড়ী	৮২০০	২৫০	সরবরাহ আছে	সাব-মারসিবল চাপকল
৭।	দুধনই উচ্চ বিদ্যালয়	৯৩৭৫	৫০	সরবরাহ আছে	সাব-মারসিবল চাপকল
৮।	ছোট গজনী, রমলা কুবিরের বাড়ী	-	১০০	সরবরাহ নাই	সাধারণ চাপকল

উপজেলা সড়কটির দৈর্ঘ্য ৯ কিলোমিটার। সড়কটির বিভিন্ন স্থানে চারটি যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করা হবে। যাত্রী ছাউনিগুলো বর্ষাকালে এবং শুষ্ক মৌসুমে যাত্রী ও পথচারিদের রোদ এবং বৃষ্টি থেকে আশ্রয় দিবে।

২০১৬ সালের ২৫ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শ সভায় গুরুচরণ দুধনই উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য নিরাপত্তা দেয়ালের কোন দাবি উত্থাপিত হয় নাই। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের জন্য

নিরাপত্তা দেয়াল চেয়ে ৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পেশ করে। উক্ত আবেদনে ট্রাইবাল পিপলস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের ব্যক্তিদের সুপারিশ ছিল। বিদ্যালয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় শাখা আছে এবং শিক্ষাথী সংখ্যা পাঁচশত। আবেদনটির যথার্থতা ফিল্ডভিজিট এবং জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। আরটিআইপি-২ কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়গামী শিশুদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে গুরুচরণ দুধনই উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ১১৯ মিটার দৈর্ঘ্য নিরাপত্তা দেয়াল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

টেবিল-৩ ঃ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা (টিপিডিপি) বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সময়সূচি

ক্রঃনং	পদক্ষেপসমূহ	সম্ভাব্য সময়
১।	ডিএন্ডএসসি কর্তৃক সোস্যাল স্ক্রীনিং	সমাপ্ত
২।	ডিএন্ডএসসি কর্তৃক সমাজের লোকদের ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সঙ্গে পরামর্শ ও তথ্য বিনিময়ের জন্য এফজিডি	সমাপ্ত
৩।	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি	সমাপ্ত
৪।	যে যে ক্ষেত্রে উন্নয়ন কাজ করতে হবে তা চিহ্নিতকরণ	সমাপ্ত
৫।	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাজেট প্রস্তুতকরণ	সমাপ্ত
৬।	টিপিডিপির উন্নয়ন কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন	মে, ২০১৭ এর প্রথমার্ধ
৭।	দরপত্র ডক্যুমেন্ট প্রস্তুতকরণ এবং দরপত্র আহ্বান	মে, ২০১৭ এর শেষার্ধ
৮।	দরপত্র গ্রহণ	জুন,২০১৭ এর শেষার্ধ
৯।	দরপত্র মূল্যায়ন এবং চুক্তি স্বাক্ষর	জুলাই, ২০১৭ এর শেষার্ধ
১০।	নির্মাণ কাজ সমাপ্তি করণ	এপ্রিল, ২০১৮
১১।	পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন	চলমান প্রক্রিয়া

৬.৩ উন্নয়ন বাজেট

ইতিমধ্যে কমিউনিটি সেন্টার, ওমেনস শপিং সেন্টার, যাত্রী ছাউনি, সাব-মারসিবল/হ্যান্ড টিউবওয়েল এবং নিরাপত্তা দেয়ালের ডিজাইন এবং প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা (টিপিডিপি) বাস্তবায়নের জন্য ১৯,২৪৮,৩২৮.০৬ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাজেটটির বর্ণনা টেবিল নং-৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে-

টেবিল-৪ : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা (টিপিডিপি) উন্নয়ন বাজেট

ক্রঃনং	বিবরণ	সংখ্যা	টাকা
১।	জেনারেল এবং সাইট সুবিধাসমূহ		২০,০০০.০০
২।ক)	ওমেনস শপিং সেন্টার নির্মাণ	০১	৪,৭৩৫,৪৬৫.৭৬

খ)	যাত্রী ছাউনি নির্মাণ	০৪	২,৩৪৫,৩২৪.৮০
গ)	ওভারহেড পানির ট্যাঙ্ক নির্মাণের জন্য আরসিসি পিলার	০২	৬২৯,৭০৮.৪২
ঘ)	সাব-মারসিবল পাম্প ইমপ্রুভমেন্ট	০৮	২,২৯২,৮১০.৪৮
ঙ)	ট্রি প্লাটফর্ম নির্মাণ	০১	২৫,৪১৭.৭৯
চ)	বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ	১১৯ মিঃ	৮৯৮,৬৩৩.৮৬
ছ)	স্কুল গেট নির্মাণ	০১	৪১,৬৮০,৯৬
জ)	বাকাকুড়া কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	০১	৭,৯৪৭,২০৬.২০
ঝ)	কমিউনিটি সেন্টার এবং ওমেনস শপিং সেন্টার এর সিসি এবং এইচবিবি পেভড নির্মাণ	-	২৯৭,৬৭৯.৭৯
৩।	পরিবেশ উন্নয়নমূলক কাজ		১৪,৪০০.০০
	সর্বমোট		১৯,২৪৮,৩২৮.০৬

৭. পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

এলজিইডি জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীকে ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রকৌলীকে অন্তর্ভূক্ত করে পরিবীক্ষণের জন্য একটি পদ্ধতি গড়ে তোলা হয়েছে। প্রকল্পের সোসিওলোজিস্ট টিপিডিপি বাস্তবায়ন এবং জেন্ডার বিষয়ক মনিটরিং এর যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহায়ক পরামর্শদাতা টিম (এমএসসি) একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানীকে নিয়োগ দিয়েছে যিনি টিপিডিপি বাস্তবায়নের উপর একটি পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং রিপোর্ট পেশ করবেন।

এলজিইডির দায়িত্ব হলো, একটি পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি গড়ে তোলা এবং পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও রিপোটিং এর দায়িত্ব পালন করা। এলজিইডি প্রকল্প সময়কালে সমন্বিত ফলাফলনির্ভর নিরীক্ষা পদ্ধতিতে (Intregrated Performance Audit) নিয়মিত বিরতিতে টিপিডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবে ও নিয়মিত তথ্য প্রদান করবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উপর প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের অর্জন স্বাধীনভাবে এর প্রভাব মূল্যায়ন (Independent impact evaluation) করবে।

৭.১ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা

পরিবীক্ষণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি। কার্যকর পরিবীক্ষণ টিপিডিপির সফল বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দিতে পারে। এমএসসি এলজিইডিকে পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর রিপোর্ট তৈরিতে একটি পদ্ধতি দাঁড় করাতে সহায়তা করবে।

৭.২ স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ পরিবীক্ষণ (Independent External Monitoring)

সমন্বিত সফলতা নিরীক্ষা পদ্ধতির (Intregrated performance audit) উদ্দেশ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীন পরিবীক্ষণের (Internal Monitoring) সফলতা পর্যালোচনা করা, বিভিন্ন মেয়াদী তৃতীয় পক্ষ পরিবীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা এবং এলজিইডি ও বিশ্বব্যাংককে গৃহীত ব্যবস্থাবলীর বাস্তবায়নের অগ্রগতির উপর তথ্য প্রদান করা। এই নিরীক্ষা টিপিডিপির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তবে টিপিডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও সমস্যাদি সম্পর্কে নিরিক্ষাটি এলজিইডিকে তথ্য দিবে।

৭.৩ রিপোর্টিং

পিএমইউ টিপিডিপি বাস্তবায়নের উপর বিভিন্ন মেয়াদে এবং টিপিডিপি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন বিশ্বব্যাংককে প্রদান করবে। এমএসসি এবং ডিএন্ডএসসি এই সমস্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে এলজিইডিকে সহায়তা করবে।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এলজিইডি মাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন তৈরির জন্য উপজেলায় কর্মরত এলজিইডি স্টাফদের নিয়ে একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। রিসেটেলমেন্ট স্পেশিয়ালিস্টগণ প্রকল্পের সোসিওলোজিস্টদের নিয়ে রিসেটেলমেন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রতিবেদন তৈরি করে থাকেন।

এমএসসি’র রিসেটেলমেন্ট স্পেশিয়ালিস্ট রিসেটেলমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন মেয়াদে পর্যালোচনা করবেন এবং রিসেটেলমেন্ট সংক্রান্ত অগ্রগতির উপর এলজিইডিকে রিপোর্ট প্রদান করবেন। টিপিডিপি বাস্তবায়ন শেষে বিশ্বব্যাংক টিপিডিপি প্রক্রিয়ার উপর একটি অনুবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন (post-evaluation) করবে।

সংযোজনী-১ : প্রাক-টিপিডিপি পরামর্শ সভার কার্যবিবরণী

তারিখঃ ২৫ জুলাই, ২০১৬, স্থানঃ বাকাকুড়া গির্জা স্কুল প্রাঙ্গণ, বাকাকুড়া, ঝিনাইগাতি

আরটিআইপি-২ এলজিইডি কার্যালয়, শেরপুরের সহায়তায় ২৫ জুলাই, ২০১৬ বাকাকুড়া গির্জা স্কুল প্রাঙ্গণ, বাকাকুড়া, ঝিনাইগাতিতে একটি প্রাক-টিপিডিপি পরামর্শ সভার আয়োজন করে। পরামর্শ সভার প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় গণ্যমান ব্যক্তি এবং স্থানীয় জনগণ উপ-প্রকল্প এলাকায় উপ-প্রকল্পটির প্রভাব এবং অধিকতর উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকদের নিয়ে ক্ষুদ্র দলীয় আলোচনা আয়োজন করা হয়।

জনাব ভাস্কর কান্তি চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, শেরপুর, জনাব আখতারুজ্জামান, সিনিয়র সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট, বিশ্বব্যাংক, ঢাকা অফিস, জনাব মোঃ কবিরুল ইসলাম, সিনিয়র সোসিওলোজিস্ট, আরটিআইপি-২, জনাব মোঃ আবদুল গফুর এবং জনাব মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম, রিসেটেলমেন্ট স্পেশিয়ালিস্ট, ডিএন্ডএস কনসালটেন্ট, আরটিআইপি-২, জনাব নভেস খুকশী, চেয়ারম্যান, ট্রাইবাল পিপলস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েসন, ঝিনাইগাতি, জনাব আমেনা খাতুন, ম্যানেজার ব্র্যাক, ঝিনাইগাতি, জনাব আইয়ুব আলি ফরসা, চেয়ারম্যান নলকুড়া ইউপি, জনাব হযরত আলী, ইউপি সদস্য, জনাব আবদুল জলিল সাবেক ইউপি সদস্য উক্ত সামাজিক আলোচনা ও পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আট শতাধিক লোক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিল। ৫৫৭ জন অংশগ্রহণকারী স্বাক্ষরপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ৬৯ শতাংশ নারী এবং ৩১ শতাংশ পুরুষ। পরামর্শ সভাটির সংবাদ বিভিন্ন স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

প্রাক-টিপিডিপি আলোচনায় উপস্থিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এক অংশ

দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থানীয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকদের নিয়ে দলীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়। আরটিআইপি-২ এর রিসেটেলমেন্ট স্পেশিয়ালিস্ট, ডিএন্ডএস কনসালটেন্টগণ দলীয় আলোচনা সহায়কের ভূমিকা পালণ করেন। উক্ত আলোচনায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কথা উল্লেখ করেন। উক্ত আলোচনায় সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ নেন।

ক্ষুদ্র দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর একাংশ

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর উপ-প্রকল্পের প্রভাব এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রকল্পের প্রতি তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরেন যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

উপ-প্রকল্পের প্রভাব

- সড়কটি একটি মাটির রাস্তা হিসেবে ৩৬ বছর পূর্বে তৈরি হয়। এটি একটি সরু রাস্তা ছিল এবং কোন যান্ত্রিক যানবাহন এই রাস্তায় চলত না। বর্ষাকালে চলাচল খুব কষ্টকর ছিল। এ রাস্তার উন্নয়ন তাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা;
- বর্তমানে অসম্পূর্ণ এই সড়কটিকে ইটসোলিং করা হয়েছে। এ সড়কে মালামাল পরিবহনে ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সা চলে। এই সড়ক উন্নয়নের ফলে উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ৪-৫ কিঃমিঃ পথ কমে এসেছে;
- উপজেলা সড়কটি উন্নয়নের পূর্বে স্থানীয় জনগণ পায়ে হেঁটে উপজেলা সদরে যেত এবং ১.৫ ঘন্টা সময় লাগত। বর্তমানে স্থানীয় লোকজন ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সায় ১৫ হতে ২০ মিনিটে উপজেলা সদরে যেতে পারেন;
- পূর্বে এ এলাকার স্বাস্থ্য সেবা অপ্রতুল ছিল। গর্ভবতী মহিলা ও অসুস্থ রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হত। বর্তমানে স্থানীয় জনগণ প্রয়োজনে স্বাস্থ্য সেবা নিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে সহজেই যেতে পারেন;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সড়কের কার্যকর সংযোগ ছিল না। ফলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হত। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা সহজে স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারছে। এমনকি বর্ষাকালেও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি কমছে না। বর্তমানে উপ-প্রকল্প এলাকায় শিক্ষার হার শতকরা ৮৫ ভাগ। এই সড়ক উন্নয়নের ফলে শিক্ষার হার দ্রুত বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
- পূর্বে কৃষকেরা সরাসরি পাইকারি বাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে যেতে পারত না। এই রাস্তা উন্নয়নের ফলে তারা সহজেই তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে পাইকারি বাজারে নিয়ে যেতে পারছেন এবং ভালো মূল্যও পাচ্ছেন;
- এখানে কাঠ সহজলভ্য। স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অনেকে আসবাবপত্র তৈরির পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সড়কটি নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন হলে সহজেই তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারবেন।

উপ-প্রকল্পের সুফল বৃদ্ধিকরণে স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর চাহিদা:

- উপজেলা সড়কটির কয়েকটি স্থানে যেমন ঢাকাই মোর, পানবর, বাকাকুড়া বাজার, ডেফলাই ইত্যাদি স্থানে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ ও টয়লেট সুবিধাসহ দোকান ঘর নির্মাণ;
- রাস্তার পার্শ্বস্থ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গ্রামে ডিপটিউবওয়েল বা সাব-মারসিবল টিউবওয়েল স্থাপন;
- বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দূর করা;
- বর্তমান কমিউনিটি সেন্টারটির সংস্কার এবং বর্ধিত করা;
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মহিলাদের জন্য বাকাকুড়া বাজারে মহিলা শপিং সেন্টার তৈরি;
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;

উপ-প্রকল্পের সুফল বৃদ্ধিকরণে স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর চাহিদাসমূহের যথার্থতা যাচাই

ঝিনাইগাতিতে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ তাদের উন্নয়নের জন্য বেশকিছু চাহিদার কথা জানান। এই সমস্ত চাহিদার যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রকল্পের দুইজন রিসেটেলমেন্ট স্পেশিয়ালিস্ট মোঃ আবদুল গফুর এবং মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম ১৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত পাঁচটি গ্রাম পরিদর্শন করেন। গ্রামসমূহ পরিদর্শনের সময় ট্রাইবাল পিপলস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঝিনাইগাতির চেয়ারম্যান জনাব নভেস খুকশী, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ক) গুরুচরণ দুধনই

উপজেলা সড়কটি এই গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়া কড়ুয়া নতুন বাজার সড়কের সঙ্গে মিশেছে। আরটিআইপি-২ প্রকল্পের উপজেলা সড়ক ও কড়ুয়া নতুন বাজার সড়কের সংযোগস্থলে গুরুচরণ দুধনই উচ্চ বিদ্যালয়টি অবস্থিত। এই বিদ্যালয়ে ৪৫০ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে।

উপজেলা সড়কটির পাশ্ববর্তী গুরুচরণ দুধনই গ্রাম ও স্থানীয় জনগণ

গুরুচরণ দুধনই গ্রামে উপজেলা সড়কটির শেষ প্রান্ত

গ্রামটিতে শুষ্ক মৌসুমে পানীয় জলের সমস্যা হয়। এই গ্রামের লোকেরা পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে সাব-মারসিবল টিউবওয়েল উপযোগী হবে বলে মনে করেন। বর্তমানে গ্রামটিতে বিদ্যুৎ না থাকলেও খুব তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎ চলে আসবে বলে এলাকাবাসী জানান। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে এ স্থানে একটি যাত্রী ছাউনির নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করা হয়।

খ) ছোট গজনি

এই গ্রামটি প্রকল্পের উপজেলা সড়কের পার্শ্বে না হলেও আরটিআইপি-২ প্রকল্প কর্তৃক মেরামত রক্ষণাবেক্ষণকৃত আরপিএম সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। এই গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা প্রকট। গ্রামে ১১০ জন গারো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকজনের জন্য পাঁচটি কূপ আছে। এই কূপগুলিই ছোট গজনি গ্রামের একমাত্র পানির উৎস।

ছোট গজনি গ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকজন এই কূয়া থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করেন।

আরটিআইপি-২ এর টিম গ্রামটি পরিদর্শন করে। কূপগুলি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট গভীর। পরিদর্শনকালে কূপটিতে পানির উচ্চতা ছিল ২ ফুট। স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকজন জানান যে, বছরে ছয়/সাত মাস কূপগুলিতে পানি পাওয়া যায়। কিছু কিছু কূপ অস্বাস্থ্যকর। বছরে ২ থেকে তিন মাস গ্রামবাসীদের ২.০০ থেকে ২.৫ মাইল (১ কিঃমিঃ = ০.৬ মাইল) দূর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। স্থানীয় লোকজন গ্রামে ২/৩টি সাব-মারসিবল টিউবওয়েল দাবি করেন। গ্রামটিতে বর্তমানে বিদ্যুৎ নাই। বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ গ্রামটিতে বিদ্যুৎ খুঁটি স্থাপন করেছে। অচিরেই গ্রামটিতে বিদ্যুৎ আসার সম্ভাবনা আছে।

গ) পানবর :

ধানশইল থেকে একটি গ্রামীণ রাস্তা এসে পানবর গ্রামে উপজেলা সড়কটির সঙ্গে মিশেছে। এই সংযোগস্থলটি একটি জনসমাগম ও ব্যবসাস্থলে পরিণত হয়েছে। গ্রামটিতে শুষ্ক মৌসুমে পানির তীব্র সঙ্কট থাকে। গ্রামবাসী এই স্থানে একটি সাব-মারসিবল টিউবওয়েল ও দোকানসহ একটি যাত্রী ছাউনির প্রয়োজনীয়তার জানান।

আনশাল থেকে গ্রামীণ রাস্তাটি পানবর গ্রামে উপজেলা সড়কের সাথে সংযুক্ত হয়েছে

ঘ) ঢাকাই মোর

ছোট গজনি থেকে একটি গ্রামীণ রাস্তা এই স্থানে উপজেলা সড়কটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এই স্থানে জনসমাগম হয়। শুষ্ক মৌসুমে এই গ্রামেও পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট থাকে। তখন চাপকলে পানি কম পাওয়া যায়। এই গ্রামের লোকেরাও সাব-মারসিবল টিউবওয়েল এবং যাত্রী ছাউনির দাবি জানান।

ছোট গজনি থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ রাস্তা ঢাকাই মোরে উপজেলা সড়কটিতে সংযুক্ত হয়েছে

ঙ) বাকাকুড়া

স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাকাকুড়া গীর্জা স্কুলটি অন্যতম। এই গ্রামে একটি গির্জা, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২.৫ একর জমি ওপর একটি কমিউনিটি সেন্টার আছে। কমিউনিটি সেন্টারটি একটি ৫০ ফুট × ২২ ফুট কক্ষবিশিষ্ট টিনসেড। আলোচনা সভায় উপস্থিত লোকজন জানান, এই কমিউনিটি সেন্টারটিতে সকল ধর্মের লোক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমবেত হন। বিভিন্ন এনজিও এখানে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। কমিউনিটি সেন্টারটির সম্মুখে যথেষ্ট খালি জায়গা আছে। স্থানীয় লোকজন এখানে একটি পাকা কমিউনিটি সেন্টারের দাবি করেন। বাকাকুড়া গির্জা স্কুলটিতে একটি চাপকল আছে। শুষ্ক মৌসুমে এখানে পানির সঙ্কট দেখা দেয়। স্থানীয় লোকজন এখানে একটি সাব-মারসিবল টিউবওয়েল দাবি করেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মহিলাগণ বাকাকুড়া বাজারে একটি মহিলা শপিং সেন্টারের দাবি জানান। বাকাকুড়া বাজার পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, এখানে অনেক খাস জমি আছে কিন্তু বর্তমানে তা বেদখল। বাকাকুড়া বাজার মোরটি অত্যন্ত ব্যস্ত স্থান। স্থানীয় লোকজন এখানে একটি যাত্রী ছাউনি নির্মাণের দাবি করেন।

বাকাকুড়া বাজার

বাকাকুড়া বাজার সংলগ্ন উপজেলা সড়ক

সংযোজনী-২: প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ

অঞ্চল-১

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	খানা	জনসংখ্যা			প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির লোকজন									
				উভয়	পুরুষ	মহিলা	গারো	বর্মন	কোচ	চাকমা	মারমা	হাজং	সাঁও তাল	ওরাও	অন্যান্য	মোট
১.	গাজীপুর	কালিয়াকৈর	১৪৬৩	৬২৪৪	৩০৯৮	৩১৪৬	১০০	৩১৫০	২৪৬৩	০	০	০	০	০	৫৩১	২০১৯৫
২.	গাজীপুর	শ্রীপুর	৪৫৮	১৮৫১	৯৬৯	৮৮২	২৩০	৯১৯	২৫৮	০	০	০	০	০	৪৪৪	৬০১১
৩.	ঢাকা	ধামরাই	১১	২৪৯	১৩৭	১১২	৩	০	০	৯	২১০	০	০	০	২৭	৭৫৮
৪.	ঢাকা	নবাবগঞ্জ	১২৬	৫৯৮	২৮৬	৩১২	৩৩	০	০	৭	৩৬	০	০	০	৫২২	১৯২০
৫.	জামালপুর	সদর	১৪৩	৫৫০	২৮৬	২৬৪	২০৯	১৮৯	২১	০	০	০	০	০	১৩১	১৭৯৩
৬.	জামালপুর	ইসলামপুর	৪২	১৬৩	৯৫	৬৮	০	৬	০	০	০	০	০	০	১৫৭	৫৩১
৭.	জামালপুর	মেলান্দহ	৩০	১৩৯	৭২	৬৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৩০৮
৮.	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	৩	৮	৪	৪	০	০	০	১	০	০	০	০	৭	২৭
৯.	কিশোরগঞ্জ	তারাইল	৪	১১	৭	৪	১১	০	০	০	০	০	০	০	০	৩৭
১০.	মানিকগঞ্জ	ঘিওর	৫৭	৩১৯	১৬৯	১৫০	০	০	০	৪	০	০	০	০	৩১৫	১০১৪
১১.	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১২.	ময়মনসিংহ	ফুলবাড়িয়া	৪৯১	১৯৩৪	৯৫৯	৯৭৫	৮৭৭	৬০২	০	০	০	০	০	০	৪৫৫	৬২৯৩
১৩.	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	৫৪৫	২৪১০	১১৬৯	১২৪১	৩	২০	০	০	০	০	০	০	২৩৮৭	৭৭৭৫
১৪.	নারায়নগঞ্জ	রূপগঞ্জ	১৩	৪৪	৩৩	১১	০	০	০	১৫	১২	০	০	০	১৭	১৪৫
১৫.	নেত্রকোনা	কলমাকান্দা	২৭৮৪	১১৬১৩	৫৭২৯	৫৮৮৪	৮২৩১	৪	০	০	০	৩১৭২	০	০	২০৬	৩৭৬২৩
১৬.	নেত্রকোনা	সদর	৮৩	৩৪২	১৬৯	১৭৩	৫৬	৮৮	০	০	০	১৭	০	০	১৮১	১১০৯
১৭.	শেরপুর	নকলা	১০	২৬	১৩	১৩	১৭	০	০	০	০	০	০	০	৯	৪৯
১৮.	শেরপুর	ঝিনাইগাতি	১৫৩০	৫৯৩১	২৯৮১	২৯৫০	৩০৪০	৬৫৯	১৪১৪	০	০	০	০	০	৮১৮	১২৫১৫
১৯.	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ি	১২	৪৯	২৩	২৬	৪	১৪	-	০	০	০	০	০	৩১	৯৮
২০.	টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	৯৬৬	৩৮১২	১৯২১	১৮৯১	৪৪	১২০৪	২৩৪১	০	০	০	০	০	৩৩৩	১০২৪৪
২১.	টাঙ্গাইল	কালিহাতি	৫	১৬	৬	১০	৮	০	০	০	০	০	০	০	৮	২৭
২২.	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর	২৩৫	৯২৬	৪৭১	৪৫৫	-	৪৪০	৪০৯	০	০	০	০	০	৭৭	২৪৮১
২৩.	টাঙ্গাইল	সখিপুর	৯৭২	৩৯৪৬	১৯৭১	১৯৭৫	২৬	১২৩৫	২৫৪৪	০	০	০	০	০	১৪১	১০৬৬৮
২৪.	পাবনা	ফরিদপুর	২	২	০	২	০	০	০	০	০	০	০	০	২	৪
২৫.	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	২	৬	৩	৩	০	০	০	০	০	০	০	০	৬	১১
২৬.	সিরাজগঞ্জ	রাইগঞ্জ	২২৪০	৯৬৬৪	৪৬৮৭	৪৯৭৭	০	০	০	০	০	০	৫৫৭	১০২১	৮০৮৬	১৮১৬৯
২৭.	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	৭২	২৭২	১৩৮	১৩৪	০	০	০	০	০	০	০	০	২৭২	৪৮২
সর্বমোট			**১২২৯৯**	**৫১১২৫**	**২৫৩৯৬**	**১২৪৩৬**	**৩১৩৯**	**৮৫৩০**	**৯৪৫০**	**৩৬**	**২৫৮**	**৩১৮৯**	**৫৫৭**	**১০২১**	**৯৭৮৩**	**১৪০২৮৭**

অঞ্চল-২

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা	খানা	জনসংখ্যা			প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির লোকজন											
				উভয়	পুরুষ	মহিলা	গারো	বর্মন	কোচ	চাকমা	মারমা	হাজং	সাঁওতাল	ওরাও	অন্যান্য	মোট	গারো	বর্মন
১.	সুনামগঞ্জ	ছাতক	৮৮	৪৫২	২৪৩	২০৯	০	০	০	০	০	০	৩৯৯	০	০	০	০	১৩৯১
২.	সুনামগঞ্জ	দিরাই	১২	৪৮	২৭	২১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০৮
৩.	সিলেট	বালাগঞ্জ	০২	০৯	০৩	০৬	০	০	০	০	০	০	০৯	০	০	০	০	২৯
৪.	সিলেট	বিশ্বনাথ	১১	৭০	৪৪	২৬	২১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৪৯	২২১
৫.	সিলেট	কানাইঘাট	৪৭	২৪৯	১৩৭	১১২	১৭৪	০	৬৫	০	০	০	০	০	০	০	১০	৭৯৪
৬.	হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ	০৭	৩৮	২৩	১৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৩৮	১২১
৭.	চট্টগ্রাম	লোহাগড়া	০৫	২৩	০৮	১৫	০	০	০	০	১৫	০	০৪	০	০	০	০৪	৭৪
৮.	চট্টগ্রাম	পটিয়া	৪৯	১৭৪	১২২	৫২	০	০	০	০	৬২	০৩	৮০	০	০	০	২৯	৫৭১
৯.	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	৯৮৬	৪১২৫	২০৮০	২০৪৫	০	০	০	০	৫৯১	২০	২৫২৬	০	০	০	৯৮৮	১৩৩৬১
১০.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	বাঞ্ছারামপুর	০৩	১৮	০৯	০৯	০	০	০	০	০১	০	০	০	০	০	১৭	৫৭
১১.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	কসবা	০১	০৫	০১	০৪	০	০	০	০	০৫	০	০	০	০	০	০	১৬
১২.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	নবীনগর	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩.	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	০৯	৩৩	১৭	১৬	০	০	০	১০	০	১৩	০১	০	০	০	০৯	১০৮
১৪.	চাঁদপুর	হাজিগঞ্জ	০১	০২	০২	০	০	০	০	০	০	০	০২	০	০	০	০	০৭
১৫.	নোয়াখালী	সদর	৩৪	১২৬	৫৭	৬৯	০	০	০	০	৬৬	০৩	০	০	০	০	৫৭	৪১২
১৬.	লক্ষীপুর	রামগতি	১১	৩৮	২১	১৭	০	০	০	০	১৪	০	০	০	০	০	২৪	১২৫
মোট			**১২৬৬**	**৫৪১০**	**২৭৯৪**	**২৬১৬**	**১৯৫**	**০**	**৬৫**	**১০**	**৭৫৪**	**৩৯**	**৩০২১**	**০**	**০**	**০**	**১২২৫**	**১৭৩৯৫**

মূল নির্মাণ কাজসমূহ	সেপ্টেম্বর/১৬				অক্টোবর/১৬				নভেম্বর/১৬				ডিসেম্বর/১৬				জানুয়ারী১৭				ফেব্রুয়ারী/১৭				মার্চ/১৭				এপ্রিল/ ১৭				মে/১৭				জুন/১৭				জুলাই/১৭			
	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
কমিউনিটি সেন্টার ও ওমেনস শপিং সেন্টার																																												
ডিজাইন ও প্রাক্কলন																																												
বাজেট ও অনুমোদন																																												
দরপত্র আহ্বান																																												
দরপত্র আদেশ প্রদান																																												
নির্মাণ																																												
যাত্রী ছাউনি																																												
ডিজাইন ও প্রাক্কলন																																												
বাজেট ও অনুমোদন																																												
দরপত্র আহ্বান																																												
দরপত্র আদেশ প্রদান																																												
নির্মাণ																																												
টিউবওয়েল																																												
ডিজাইন ও প্রাক্কলন																																												
বাজেট ও অনুমোদন																																												
দরপত্র আহ্বান																																												
দরপত্র আদেশ প্রদান																																												
নির্মাণ																																												